দার্শনিক ভাবনা

সম্পাদনা
সুপ্রিয়া সামন্ত
মন্দিরা ঘোষ
মোঃ সাদিদুল আলম

Darshanik Vabona
Edited by
Supriya Samanta
Mandira Ghosh
Md Sadidul Alam

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১
© কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌

প্রকাশক
অরেন্স মহালদার

কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌ (Cognition Publications)
পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১
http://cognitionpublications.com/
E.Mail: cognitionpublications@gmail.com
ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্‌ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সাগর মজুমদার

ISBN : 978-93-86529-39-8

মূল্য: ৩৪৫ টাকা

পিয়ার রিভিউড (Peer-Reviewed)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিকর্মব্যবস্থা নিরূপণ
নন্দিনী কর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নৈয়ায়িক সম্মত জ্ঞানতত্ত্ব
সৈকত মজুমদার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ২২

তৃতীয় অধ্যায়: মহর্ষি গৌতম ও বাৎস্যায়ন অনুসরণে প্রত্যক্ষ লক্ষণ পরীক্ষা
শুভঙ্কর পুরকাইত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ২৯

চতুর্থ অধ্যায়: যুক্তি-আবেগের স্বরূপ ও ভূমিকা প্রসঙ্গে হিউম
সুদর্শন দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৪৬

পঞ্চম অধ্যায়: নৈতিক দ্বন্দ্ব ও কান্টের নীতি-কর্তব্যবাদ
মেঘনা রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: সার্ত্রের দৃষ্টিতে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্ব
শাশ্বতী চক্রবর্তী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৭০

সপ্তম অধ্যায়: কেন ন্যায়মতে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয় – একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
অনিন্দিতা দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৮৩

অষ্টম অধ্যায়: বৌদ্ধদর্শনের আর্যসত্যচতুষ্টয় ও যোগশাস্ত্রের চারটি অঙ্গ বা বিভাগের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
রোহিত রজক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ৮৯

নবম অধ্যায়: উত্তর-আধুনিকতাবাদ: একটি দার্শনিক চিন্তাধারা
মন্দিরা ঘোষ, মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ ..... পৃষ্ঠা ৯৫

দশম অধ্যায়: ভারতীয় দর্শনে উপমান প্রমাণ
মনীষা রজক, দক্ষিণ নাংলা বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চমাধ্যমিক) ... পৃষ্ঠা ১০৫

একাদশ অধ্যায়: আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিকে নারীর উত্তরণ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
বর্তিকা মান্না, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১১০

মহর্ষি গৌতম ও বাৎস্যায়ন অনুসরণে প্রত্যক্ষ লক্ষণ পরীক্ষা

শুভঙ্কর পুরকাইত

সারসংক্ষেপ: *এমনকি কোন বিষয় আছে যেগুলিকে আমরা সরাসরি জানতে পারি? যদি আমরা কোন বিষয়কে সাক্ষাৎভাবে জানতে পারিও তাহলে সেই জ্ঞানের বিষয়ই বা কি? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন জিজ্ঞাসা সচরাচর দেখা না গেলেও দর্শনে এই প্রশ্নগুলিকে বিচারহীণভাবে কখনই স্বীকার করা হয় না এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে বহু মতপার্থক্য ও বিবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে এগুলি কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নয়। এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমদের কোন পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন দর্শনের বিভিন্ন প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তি। এখন এই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির কোনপ্রকার বিচার বা বিশ্লেষণ সম্ভবই হবে না যদি তার পূর্বে 'প্রত্যক্ষ' বা 'সাক্ষাৎভাবে' জানা বলেতে কী বোঝায় এই মৌলিক প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান না করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনেও আস্তিক নাস্তিক সকল দার্শনিকগণের মধ্যে 'প্রত্যক্ষে'র স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং সময়ের ক্রমানুসার অনুযায়ী ভারতীয় দর্শনে তথা ন্যায়দর্শনে 'প্রত্যক্ষে'র স্বরূপ বিষয়ে মহর্ষি গৌতম, বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোৎকরপ্রমূখ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের যে বিশেষ অভিমত সেগুলি এই প্রবন্ধে প্রধানত পর্যালোচনা করা হবে।*

মূল শব্দ: ইন্দ্রিয়, অর্থ, প্রত্যক্ষ, আত্মমনঃসংযোগ, জ্ঞান।

ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম(এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে মহর্ষি-সূত্রগ্রন্থের দ্বারা ন্যায়দর্শন বা আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করেছেন, তিনি এটির স্রষ্টা নয়। কারণ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বেদাদি বিদ্যার ন্যায় বিশ্বস্রষ্টার অনুগ্রহ-দান)। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বহু আচার্য মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁকে অহল্যাপতি[১], মেধাতিথি[২], গোতম[৩] ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষপাদ নামানুসারে এই দর্শনকে "অক্ষপাদদর্শন"[৪] বলা হয়। এর পাশাপাশি তর্কশাস্ত্র, হেতুবিদ্যা, বাদবিদ্যা, আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি হল এই শাস্ত্রের নামান্তর। সাধারণভাবে বলা যায় যে ন্যায় হল-প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা[৫] বা যে শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষের বুদ্ধি স্থির মীমাংসায় উপনীত হয়।[৬] কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উক্ত সাধারণ অর্থ থেকে কিছুটা ভিন্ন। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ন্যায় শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হল, নি-ই+ঘঞ্, নি-ঈয়তে=অর্থাৎ যার দ্বারা বক্তার বিবক্ষিত অর্থের প্রাপ্তি হয়ে থাকে।[৭]